ঝিনাইদহে ৯ কেজি রূপাসহ আটক ২

ঝিনাইদহে পাচারের সময় ৯ কেজি ১’শ গ্রাম রূপাসহ ২ জনকে আটক করেছে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। গতকাল সোমবার দুপুরে ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের সদর উপজেলার সাধুহাটি এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলো-চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার গয়েশপুর গ্রামের রফিউদ্দিনের ছেলে সাইফুল ইসলাম (৩৮) ও সুন্নত আলীর ছেলে শাহজাহান আলী (৪০)।

ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আবুল বাশার জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তারা জানতে পারে চুয়াডাঙ্গা থেকে বাস যোগে চোরাকারবারীরা রূপা পাচার করছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে সাধুহাটি এলাকায় চেকপোস্ট বসানো হয়।

এ সময় চুয়াডাঙ্গা থেকে ঝিনাইদহগামী একটি যাত্রীবাহি বাস তল্লাশি করে শাহজাহান আলী ও সাইফুল ইসলামকে আটক করা হয়। পরে তাদের ব্যাগ থেকে ৯ কেজি ১’শ গ্রাম রূপা উদ্ধার করা হয় । এ ঘটনায় ডিবির পক্ষ থেকে মামলার প্রস্তুতি চলছে।

ঝিনাইদহে রোগ প্রতিরোধে খাদ্য বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনার জন্য উপযুক্ত খাদ্য বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার দিনব্যাপী ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মধুপুরে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)’এ এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

ঝিনাইদহ কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর অধ্যক্ষ কৃষিবিদ জাহিদুল আমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

বারটানের নির্বাহী পরিচালক হাবিবুর রহমান খান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বারটানের পরিচালক কাজী আবুল কালাম।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্য বিভাগের সহকারী অধ্যাপক তানভীর আহমেদ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) ঝিনাইদহ আঞ্চলিক কার্যালয়ের উর্দ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষিবিদ নুর আলম সিদ্দিকী।

বক্তারা, মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও কোভিড-১৯ এর জন্য খাদ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। সেমিনারে জেলার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, শিক্ষক, কৃষিবিদ, মসজিদের ইমাম, পুরোহিতসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

কোটচাঁদপুরে ৪ মাসে ৮ টি চুরি ছিনতাইয়ের ঘটনা

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে কোন প্রকার প্রতিকূলতা ছাড়ায় একের পর এক মোটরসাইকেল চুরি ও ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটছে । এ যেন আলাদিনের চেরাগের মত, নেই কোন বাধা, পড়েনা ধরা, হয় না জেল জরিমানা । সল্প সময়ে অভিনব কায়দায় মোটরসাইকেল চোর চক্রের সদস্যরা চুরি করছেন প্রয়োজনীয় ও শখের এই যানটি।

ভুক্তভোগীরা সংশ্লিষ্ট থানায় জিডি কিংবা অভিযোগ এমনকি মামলা করেও মিলছে না কোন প্রতিকার। বিপরীতে ভুক্তভোগীদের বিভিন্ন সময়ে হয়রানীর শিকার হতে হচ্ছে।

সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে পুলিশ, সাংবাদিক কেউই রেহাই পাচ্ছে না সংঘবদ্ধ এই চক্রের হাত থেকে। বাড়ি কিংবা অফিস, বাজার সব খানেই চক্রের এই সদস্যদের বিচরণ। শুধুমাত্র রাতের আঁধারেই না, দিনের আলোতেও জনসম্মুখে চলছে এ চক্রের সদস্যদের হানা।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, রবিবার সকালে কোটচাঁদপুর কলেজ বাসস্ট্যান্ডের ন্যাশনাল কম্পিউটারের পাশ থেকে প্রাইভেট পড়ার সময় মুনতাসির ছুয়াগ নামের এক ছাত্রের একটি মোটরসাইকেল চুরি হয়। এর আগে একই স্থান থেকে ওই কম্পিউটার সেন্টারে আসা জনৈক ব্যক্তির চুরি হয় একটি বাইসাইকেল।

গেল আগষ্ট মাসে মামুনশিয়া গ্রামের নয়ন ও কাগমারী গ্রামের শুভ নামের দুই যুবকের মোবাইল ছিনতাই হয়।

১০ সেপ্টেম্বর ছিনতাইয়ের শিকার হন সলেমানপুরের এক গৃহবধু। ২ নভেম্বর তালসার-কোটচাঁদপুর রাস্তা থেকে ছিনতাই হয় এক গৃহবধুর গলার চেইন। ১৫ নভেম্বর টি এন্ড টি অফিসের সামনে থেকে এক পথচারী মহিলার এবং তার কিছুদিন আগে টি এন্ড টি পাড়ার সলেমানের মেয়ে ছোয়ার গলার চেইন ছিনতাই হয়।

এ সব ছিনতাইয়ের বেশির ভাগ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে মোটরসাইকেলে করে। যার অধিকাংশ হয়েছে পৌর শহরের মধ্যে। এদিকে এ সব ঘটনার কোন প্রতিকার না পেয়ে হতাশ হচ্ছে সাধারণ মানুষ।

এ ঘটনায় কোটচাঁদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মাহবুবুল আলমের সঙ্গে কথা হলে তিনি বলেন, মোটরসাইকেলের বিষয় নিয়ে এখনও কেউ অভিযোগ করেনি। চুরি ছিনতাইয়ের ঘটনায় পুলিশ কাজ করছে।

কালীগঞ্জে ‘বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ ২০২০’ আয়োজিত

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে ৪২তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ ২০২০ উদযাপন উপলক্ষে কালীগঞ্জ উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত পরিসরে বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব সূবর্ণা রাণী সাহার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ ৪ আসনের

সাংসদ মোঃ আনোয়ারুল আজীম আনার।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কালীগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ জাহাঙ্গীর সিদ্দিক, ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ শিবলী নোমানী, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহানাজ পারভীন ।

মেলায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা তাদের বিভিন্ন উদ্ভাবনী প্রযুক্তি প্রদর্শন করেন। মেলা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরষ্কার প্রদান করা হয়।

এ সময় উপজেলার বিভিন্ন কর্মকর্তা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ ও স্টলে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

খালিশপুরে ইসলামী ব্যাংকের উপ-শাখার উদ্বোধন

ঝিনাইদহের মহেশপুরের খালিশপুর বাজারে ইসলামী ব্যাংকের উপ-শাখার উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল সোমবার সকাল ১১ টায় খালিশপুর বাজারে ইসলামী ব্যাংকের ১৪৫ তম এই উপ-শাখার উদ্বোধন করা হয়।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও যশোর জোন প্রধান মোঃ মাকসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খালিশপুর বিজিবি ৫৮ ব্যাটালিয়নের লেঃ কর্ণেল এন্ড সিও কামরুল আহসান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ইসলামী ব্যাংকের এসভিপি ও যশোর শাখা প্রধান মোঃ আশরাফুল আলম।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, ইসলামী ব্যাংকের এভিপি ও কোটচাঁদপুর শাখা প্রধান মোশতাক আহম্মেদ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন এসবিকে ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ আরিফান হাসান চৌধুরী নুথান, খালিশপুর বাজার বণিক সমিতির সভাপতি মোঃ আজব আলীসহ শাখা কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী ও নানা শ্রেণী-পেশার মানুষ।

ইটভাটায় পুড়ছে কাঠ

মেহেরপুরের বিভিন্ন ইটভাটায় প্রচলিত আইনের তোয়াক্কা না করে অবাধে পোড়ানো হচ্ছে কাঠ। ফলে পরিবেশ দূষণের পাশাপাশি বিভিন্ন রোগ সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে এই ইটভাটাগুলো। জেলা ও জেলার বাইরের বনাঞ্চলের গাছ ধ্বংস করে লাখ লাখ টন কাঠ পোড়ানো চলছে ভাটাগুলোতে।

পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসনের অনুমোদন ছাড়াই শুধুমাত্র ট্রেড লাইসেন্স দিয়েই চলছে এসব ইটভাটা। এতে ক্ষতির মুখে পড়ছে পরিবেশের ভারসাম্য। উজাড় হচ্ছে বনজ সম্পদ।

সরকারি হিসেবে জেলায় ছোট বড় মিলিয়ে ১১৪টি ইটভাটা রয়েছে। এদের বেশিরভাগেরই অনুমোদন নেই। অবৈধভাবে গড়ে উঠা ৮০ ভাগ ইটভাটায় কয়লার পরিবর্তে কাঠ দিয়ে ইট পোড়ানোর প্রস্তুতি চলছে। অনেকে ভাটার ভেতরেই ভ্রাম্যমাণ স’মিল বসিয়ে কাঠ চেরাই করে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করছে। এসব ইটভাটায় কাঠ পোড়ানো বন্ধে প্রশাসন বা পরিবেশ অধিদপ্তরের কোনো নাজরদারি নেই।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ইটভাটা তৈরি করতে কমপক্ষে ৬ একর জমির প্রয়োজন হয়। ইটভাটার মালিকরা জমির মালিকদের নানা প্রলোভন দেখিয়ে ফসলি জমি থেকে মাটি কেটে নিচ্ছে। এতে ফসলি জমির উর্বরতা নষ্ট হচ্ছে। কমে যাচ্ছে উৎপাদন ক্ষমতা।

ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০১৩ এর ১৬ ধারায় বলা আছে, কোন ব্যক্তি ইটভাটায় ইট পোড়ানোর কাজে জ্বালানি কাঠ ব্যবহার করেন, তাহলে তিনি অনধিক তিন বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক তিন লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

সদর উপজেলার বন্দর গ্রামের ফয়সাল আহমেদ বলেন, প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গলী দেখিয়ে ইটভাটার মালিকরা কাঠ পোড়াচ্ছে। অধিকাংশ ইটভাটাগুলো রাস্তার পাশেই। ভাটার ধোঁয়া ও ধুলায় আমাদের চলাচল করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। ভাটার মাটি বহনের সময় রাস্তা ভেঙে যাচ্ছে।

এছাড়া একটু বৃষ্টি হলেও সড়ক দুর্ঘটনা বেড়ে যায়। নানামুখি সমস্যা

তৈরি করছে ইটভাটাগুলো।

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদির এসএস ব্রিকসের মালিক সেলিম হোসেন মোল্লা জানান, ভাটায় আগুন দিতে তিন থেকে চারশ মন কাঠ লাগে। কিন্তু জিগজাগ ভাটা (হাওয়া ভাটা) তৈরি করতে ৭০ থেকে ৭৫ লাখ টাকা বিনিয়োগ করতে হয়। কাঠ পোড়ানোর ফিক্সড চিমনির ভাটা ২৫ লাখ টাকা হলেও তৈরি করা সম্ভব। যে কারণে ফিক্সড চিমনির সংখ্যা বেশি।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. রফিকুল ইসলাম বলেন, কাঠ পোড়ানোর ফলে ইটভাটার নির্গত কালো ধোয়ায় মানুষের হাঁপানি, শ^◌াসকষ্ট, ফুসফুসের ক্যানসারসহ নানা রোগের সৃষ্টি হয়। এ ছাড়াও অতিরিক্ত কার্বনডাই অক্সাইডের কারণে মাঠের ফসল ও এলাকার পরিবেশ দূষণ হয়। শিশু ও বয়স্কদের জন্য এই দূষণ খুবই ক্ষতিকর। করোনা কালে কাঠপোড়ানোকে একেবারেই বন্ধ করা উচিৎ।

সামাজিক বনায়ন নার্সারি ও প্রশিক্ষণকেন্দ্র মেহেরপুরের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাফর উল্লাহ বলেন, আমরা ভাটা মালিকদের কাঠ পোড়াতে নিষেধ করেছি। তবে কাঠ পোড়ানোর বিষয়টা পরিবেশ অধিদপ্তরের। কিন্তু ভ্রাম্যমাণ স’মিল বসিয়ে কাঠ চেরাই করলে অবশ্যই সেটা বাজেয়াপ্ত করব।

পরিবেশ অধিদপ্তর কুষ্টিয়ার উপ-পরিচালক মোহাম্মদ আতাউর রহমান বলেন, গত বছর আমাদের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ছিল না তাই আমরা তেমন কোনো পদক্ষেপ নিতে পারিনি। এবার আমাদের নিজস্ব ম্যাজিস্ট্রেট আছে। কোনো ভাটাতেই কাঠ পোড়াতে দেব না আমরা। খুব শিগগির অভিযান পরিচালনা করব।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান বলেন, ভাটায় আগুন দেওয়ার জন্য কিছু কাঠ পোড়ানোর আবেদন করেছিল ভাটা মালিকরা। তবে এর থেকে অতিরিক্ত কাঠ পোড়ালে আপনাদের সঙ্গে নিয়ে অভিযান চালিয়ে কাঠ পোড়ানো বন্ধ করা হবে।

শৈলকুপা প্রতিনিধি জানান, ঝিনাইদহের শৈলকুপায় ইটের ভাটায় পোড়ানো হচ্ছে কাঠ। এ যেন দেখার কেউ নেই, হাজার হাজার মণ কাঠ পাহাড়ের মত উঁচু করে রেখে একে একে পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। শৈলকুপা উপজেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ২২টির মত ইট ভাটা, এর মধ্যে ৪টি ইট ভাটায় ড্রাম চিমনি রয়েছে, বাকিগুলো ফিক্সড চিমনির। শৈলকুপায় পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র পায়নি কোনো ইটভাটা।

এসব ভাটায় প্রতিদিন আনুমানিক দেড় হাজার মণ কাঠ পুড়বে বলে জানা গেছে। সরোজমিন ঘুরে দেখা যায়, ইট ভাটার মৌসুম শুরু হওয়ায় কাঠ পোড়ানোর প্রতিযোগীতায় নেমেছে ভাটা মালিকরা। উপজেলার প্রতিটি ভাটায় প্রতিদিন ৩০০ থেকে ৪০০ মণ কাঠ পোড়ানো হয়ে থাকে। এভাবে প্রতিদিন কাঠ পুড়তে থাকলে পরিবেশের উপর মারাত্বক প্রভাব পড়বে জেনেও পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্তা ব্যক্তিরা উদাসীন। প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে প্রকাশ্যে কিভাবে কাঠ পোড়ানো হচ্ছে তা নিয়ে জনমনে নানান প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

ভাটা মালিক আঃ মান্নান জানান, একটি ভাটায় জ্বালানি হিসেবে প্রতিদিন গড়ে ২০০ থেকে ৩০০ মণ কাঠ ব্যবহার হয়ে থাকে। তার ভাটায় প্রতিদিন ২০০ মণ কাঠ লাগে। তবে কয়লা দিয়েও ইট পোড়ান বলে জানান তিনি। হাটফাজিলপুর এলাকার এক ইটভাটার মালিক নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, তার ভাটায় প্রতিদিন ৩০০ মণ জ্বালানি কাঠ লাগে। উপজেলার বিভিন্ন এলাকার ইটভাটা ঘুরে দেখা যায়, সব ভাটাতে কাঁচা ইট পোড়ানোর জন্য সাজিয়ে রাখা হয়েছে হাজার হাজার মণ কাঠ।

ইট ভাটায় জ্বালানি কাঠ পোড়ানোর নিয়ম আছে কিনা জানতে চাইলে পরিবেশ অধিদপ্তরের যশোর আঞ্চলিক অফিসের উপ-পরিচালক হারুন অর রশীদ জানান, ভাটায় কাঁচা ইট পোড়ানোর কাজে জ্বালানি কাঠ ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। জিকজার ভাটা ছাড়া সরকারিভাবে কোন ভাটার অনুমোদন দেওয়া হয় না।

তিনি জানান, ২০১৪ সাল থেকে জিকজার ভাটা ছাড়া ড্রাম চিমনি ও ১২০ ফিট লম্বা ফিক্সড চিমনির ভাটা অবৈধ।

এব্যাপারে শৈলকুপার এসি ল্যান্ড পার্থ প্রতিম শীল বলেন, এভাবে কাঠ পোড়ানো সম্পূর্ণ বে-আইনী। হাই কোর্টের নিষেধাজ্ঞা না থাকলে অবশ্যই ভাটাগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মোবাইল গেমসে ধ্বংস

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সামাজিক মাধ্যমে হেলায় নষ্ট করে ফেলে।

একটি সময় ছিল যখন সন্ধ্যার পর বাবা, মা, দাদা, দাদী, নানা, নানী এরা সবাই বাচ্চাদের বিভিন্ন কেচ্ছা বা গল্প শোনাতো কিন্তু এখন বাবা-মায়ের সময় কই? শহরে তো বটেই এখন পল্লীগ্রামেও ভিনদেশী অপসংস্কৃতি প্রবেশ করেছে। এখনকার মায়েরা সন্তানদের আর রাজা-রাণীর গল্প, ভূতের গল্প, রাক্ষস রাজার বা শেয়াল-কুমিরের গল্প শোনায় না। এ যুগের মায়েরা এখন সন্ধ্যার পর থেকেই ভিনদেশী টিভি সিরিয়াল দেখতে বসে পড়েন। এতে করে মা নিজের ক্ষতি তো করছেনই পাশাপাশি ক্ষতি করছেন নিজের সন্তানের।

এখন স্কুল মাঠে ছেলেরা আর ফুটবল ক্রিকেট খেলতে যায় না, এখন তারা মাঠে যায় ঠিকই কিন্তু ক্রিকেট বা ফুটবল খেলতে নয় মাঠের এক কোনায় বসে দলবেঁধে মোবাইলে গেমস খেলতে। আপনি হয়তো তাদের পাশ দিয়ে হেটে যাচ্ছেন এবং তাদের গেমস খেলার বিষয়টি লক্ষ্য করছেন, কিন্তু তাতে কী? তারা কিন্তু আপনাকে মোটেও খেয়াল করছে না। ভাবটা এমন যে, যদি তাদের পাশে পারমাণবিক বোমাও নিক্ষেপ করা হয় তাতেও তাদের চৈতন্য হবে বলে মনে হয় না।

এ বিষয়ে কয়েকজন বাবা-মায়ের কাছে জানতে চাওয়া হলো যে, মাধ্যমিকে পড়া একটা ছাত্রকে তিনি কোন যুক্তিতে মোবাইল কিনে দিলেন? উত্তরটা ছিল চমকে যাওয়ার মতো। একজন বাবা বললেন, তার সন্তান তাকে বলেছে যে, এন্ড্রয়েড মোবাইল না কিনে দিলে ছেলে আত্মহত্যা করবেন! আর এই ভয়েই ভীত হয়ে বাবা তার ছেলেকে মোবাইল কিনে দিতে বাধ্য হয়েছেন।

আরেকজন মা বললেন, ছেলে মোবাইল কিনে না দেওয়ায় খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছিলেন এমনকি ২ দিন নাকি না খেয়েও ছিলেন ফলে ছেলেকে খাওয়ানোর জন্য বাবা বাধ্য হলেন মোবাইল কিনে দিতে। আর আরেকজন মা তো শখ করেই তার ছেলেকে মোবাইল কিনে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে মেয়েদের খুব বেশী পীড়াপীড়ি করতে হয় না। তারা বাসায় রাখা তাদের মায়ের মোবাইলকেই নিজের মোবাইল বলে চালিয়ে নিতে পারে, কেননা মা মোবাইল সম্মন্ধে অতটা বিজ্ঞ নয়, তাই মেয়েরা হয় মায়ের সাথে টেলিভিশন দেখায় ব্যস্ত আর না হয় মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত।

এতকিছুর মধ্যে পড়ালেখার সময়টা বের করাই এখনকার ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ! কেননা তাদের পড়ালেখার সময় কই? এর কিছুটা দায়ভার অবশ্য শিক্ষাব্যবস্থার উপরেও বর্তায়, সৃজনশীল নামক

শিক্ষাব্যবস্থার যাতা কলে শিক্ষার্থীরা নিষ্পেষিত। যে শিক্ষাব্যবস্থা দেশে প্রচলিত তার সম্পর্কে অধিকাংশ শিক্ষকরাই এখনো ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারেনি, তাহলে শিক্ষার্থীদের অবস্থাটা কি বুঝতে পারছেন? এখনকার পদ্ধতিটা হচ্ছে বিদ্যা গেলানো আর সেই গিলে ফেলা বিদ্যা পরীক্ষার হলে উগলানো। শিক্ষার্থী কিন্তু পড়ালেখাটা হজম করতে পারে না।
শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন দরকার নতুবা মেকি শিক্ষিত শিক্ষার্থী পাওয়া যাবে। একজন প্রকৃত মানবিক এবং খাঁটি শিক্ষার্থী কখনোই পাওয়া যাবে না।

সব শ্রেণির মাতৃকূল কিন্তু এমনটি নয়, কিছু বাবা-মা আছেন যারা তাদের সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে খুবই আশাবাদী কেননা তারা তাদের সন্তানের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে বাড়িতে কোনো টেলিভিশনই রাখেননি! শুধু তাই-ই নয় সন্তানতো নয়-ই মা নিজের কাছেও কোনো এন্ড্রয়েড ফোন রাখেননি অথচ চাইলেই তারা এরোকম শতশত মোবাইল কিনতে পারেন।

আচ্ছা ঐ যে বাবা তার ছেলের আত্মহত্যার ভয়ে বা মা তার সন্তানকে খাওয়ানোর জন্য মোবাইল কিনে দিলেন তাদের সন্তান কি আদতে এখনো বেঁচে আছে বলে আপনাদের মনে হয়? অনেকেই ভাবতে পারেন ছেলের আবার মৃত্যু হলো কিভাবে? আসলে শারীরিক মৃত্যুবরণই মৃত্যু নয়, আরেক শ্রেণির মৃত্যু হলো আত্মার। আসলে ঐ সকল বাবা-মা তাদের সন্তানের আত্মার মৃত্যু ঘটিয়েছেন।

অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন যে তাহলে এ থেকে বের হবার উপায় কী? উপায় আছে। আপনি আপনার যুগে ফিরে যান এবং নিজেকেই প্রশ্ন করুন উত্তর পেয়ে যাবেন। সন্তানকে নিজে বন্ধুর মতো সময় দিন উত্তম বন্ধু হয়ে উঠুন তাহলে তার আর বাইরের বন্ধুর প্রয়োজন হবে না।

কেননা আজকের সন্তানদের বাবা-মা নামক উত্তম বন্ধুর খুবই অভাব। নিজের সন্তানের খোঁজ খবর রাখুন কোথায় যায়, কী করে কার সাথে মিশে এগুলো খোঁজ নিন। আর যতটুকু সম্ভব নিজে সময় দিন। প্রযুক্তিকে যদি ব্যবহার করতেই হয় তাহলে একটি নির্দিষ্ট সময় পরে তার হাতে প্রযুক্তি দিতে পারেন তবে সেটা অবশ্যই উচ্চ মাধ্যমিক পাশের পর।

কেননা এর আগের সময়গুলো আপনার সন্তানের ভিত্তি ঠিক করার সময় এই সময়গুলোকে হেলায় নষ্ট হতে দেবেন না। আর উচ্চ মাধ্যমিকের পরে

আপনার সন্তান নিজেই ভালো মন্দের বিচার করতে শিখে যাবে।

গেমস নামক এই মরণ ব্যাধি থেকে শিক্ষার্থীদের রক্ষার জন্য এখনই সরকারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া উচিত এবং তা অত্যাবশকীয়।

ঝিনাইদহে আন্তঃউপজেলা ভলিবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

ঝিনাইদহে মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার আয়োজনে আন্তঃউপজেলা ভলিবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন হয়েছে ।

গতকাল রবিবার বিকেলে শহরের বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান স্টেডিয়ামে এ টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন মুক্তিযুদ্ধকালীন ঝিনাইদহের এসডিপিও বীর বিক্রম মাহবুব উদ্দিন আহমেদ।

জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও শৈলকুপা-১ আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল হাই, সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য খালেদা খানম, যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশী রাষ্ট্রদূত এম শহীদুল ইসলাম, পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলাম,

জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও পৌরসভার মেয়র আলহাজ সাইদুল করিম মিন্টু, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) আরিফ-উজ-জামান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) সেলিম রেজা, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বদরুদ্দোজা শুভ, সরকারি কমিশনার (ভূমি) খান মোঃ আব্দুল্লা আল মামুন, জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এম হাকিম বিশ্বাস, সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রাশিদুর রহমান রাসেল, জিপি এ্যাড. বিকাশ কুমার ঘোষ।

উদ্বোধনী খেলায় মুখোমুখি হয় ঝিনাইদহ সদর ও শৈলকুপা উপজেলা দল । এ টুর্নামেন্ট চলবে আগামী ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এতে জেলার ৬ উপজেলার ভলিবল দল অংশগ্রহণ করবে।

ঝিনাইদহে প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি ও এমপিও ভুক্তির দাবিতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহে প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় স্বীকৃতি ও এমপিও ভুক্তিসহ ১১ দফা দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার সকালে শহরের পায়রা চত্ত্বরে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যপরিষদ ঝিনাইদহ জেলা শাখা এ আয়োজন করে।

এ সময় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যপরিষদ ঝিনাইদহ জেলা শাখার সভাপতি আব্দুস সামাদ শফি, সাধারণ সম্পাদক আসাদুর রহমান, সহ-সভাপতি গিয়াস উদ্দিন, ফারহানা মুর্শিদা, সহ-সাধারণ সম্পাদক মানিক মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক আসলাম উদ্দিন, অর্থ-সম্পাদক নার্গিস আক্তার, প্রচার সম্পাদক সালমা খাতুন, সদস্য কবির উদ্দিন, তোফাজ্জেল হোসেন, রেশমা রহমান, রিজভী আহমেদ ও আব্দুল হান্নান।

বক্তারা, প্রতিবন্ধীতা সম্পর্কিত সম্মিলিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা অনুযায়ী বিদ্যালয় সমূহের স্বীকৃতি ও এমপিও প্রদান, স্বীকৃতির তারিখ হতে শতভাগ বেতন ভাতা ও সকল সুবিধা প্রদান নিশ্চিত, সকল বিদ্যালয়ের প্রতিবন্ধী ছাত্র/ছাত্রীদের শতভাগ উপবৃত্তি প্রদান, সকল বিদ্যালয়ের প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষা কারিকুলাম অনুযায়ী বিনামূল্যে পাঠ্য পুস্তক বিতরণ নিশ্চিত করা সহ ১১ দফা দাবি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের কাছে জোর দাবি জানান।

পরে নেতৃবৃন্দ জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্বারকলিপি পেশ করেন। মানববন্ধনে ঝিনাইদহ জেলার ৬ উপজেলার সকল শিক্ষক কর্মচারীরা অংশ নেয়।

ঝিনাইদহে বীর বিক্রম মাহবুব উদ্দিন’র নামে সড়ক উদ্বোধন

ঝিনাইদহের সাবেক এসডিপিও বীর বিক্রম মাহবুব উদ্দিন আহমেদ’র নামে ঝিনাইদহে সড়ক উদ্বোধন ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার সকালে ঝিনাইদহ পৌরসভার আয়োজনে মাহবুব উদ্দিন আহমেদ (বীর বিক্রম) এই নাম ফলকে সড়ক উদ্বোধন শেষে শহরের (গিলাবাড়ীয়া) আয়েশা কনভেনশন সেন্টারে এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পৌর মেয়র ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে স্মৃতিচারণ মূলক বক্তব্য রাখেন ১৯৭১ সালে যুদ্ধকালীন ঝিনাইদহ মহাকুমার এসডিপিও বীর বিক্রম মাহবুব উদ্দিন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ, পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলাম, সাবেক জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মকবুল হোসেন, কেসি কলেজের অধ্যক্ষ বি এম রেজাউল করিম, আইনজীবী সমিতির সভাপতি খান আক্তারুজ্জামান, পিপি ইসমাইল হোসেন ।

এছাড়াও স্মৃতিচারণ করেন তৎকালীন রণাঙ্গনের বীর মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ার রহমান মন্টু, গোলাম মোস্তফা, মাসুদ আহমোদ সঞ্জু, নায়েব আলী সর্দার, নাসির উদ্দীন, আব্দুস সামাদ প্রমুখ।

মুক্তিযোদ্ধা কামাল হোসেন এর সঞ্চালনায় সভায় বক্তারা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করেন এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় যুবসমাজকে কাজ করে যাওয়ার আহবান ব্যক্ত করেন।